যুগান্তর

তারিখ 08 JUL 2007
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৫

উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি সংকট

মুসতাক আহমদ

উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি নিয়ে সংকট কাটেনি। ভালো কলেজে আসনসংখ্যার তুলনায় এবার জিপিএ-৫সহ ভালো ফলাফল লাভকারীদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় সৃষ্টি হয় ভর্তি সংকট। এ অবস্থায় সরকার ঢাকার দুটি সরকারি স্কুলে কলেজ শাখা খোলা, বন্ধ করে দেয়া কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শাখা আবার চালু এবং বিদ্যমান কলেজে আসন বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়। এ তিনটি বিকল্পের মধ্যে একমাত্র প্রথমটিতে সাড়া মিলেছে। নাকচ হয়ে গেছে দ্বিতীয় বিকল্পটি। আর বিদ্যমান কলেজে আসন বৃদ্ধির পরিকল্পনাটি নানা সমস্যার বেড়াজালে জড়িয়ে গেছে। ফলে এ বছর ঢাকার হাতেগোনা দু-একটি কলেজ ছাড়া বেশিরভাগ কলেজেই বাড়ছে না ভর্তির সুযোগ।

- ভালো কলেজের আসনের তুলনায় জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা বেশি
- আসন বাড়ানোর উদ্যোগে তেমন সাড়া মেলেনি

উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই শিক্ষা মন্ত্রণালয় বর্তমানে ব্যস্ত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরের ভালো মানের কলেজে সরকার আসনসংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছিল। সে অনুযায়ী গত মাসের শেষেরদিকে ঢাকার শীর্ষস্থানীয় কলেজ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালককে ডেকে ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ দেয়। ওই সূত্র জানায়, ঢাকায় দেড় হাজার আসন বৃদ্ধির চিন্তাভাবনা ছিল। কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে এবার তা হচ্ছে না বলে তাদের ধারণা। ২০০৭ সালের এসএসসির ফলাফল অনুযায়ী ৭টি বোর্ডে জিপিএ-৫ থেকে সর্বনিম্ন জিপিএ-১ পেয়ে পাস করেছে ৪ লাখ ৪৫৫ জন। এদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৫ হাজার ৭৩২ জন। জিপিএ-৪ থেকে ৫-এর মধ্যে রয়েছে ৩৯ হাজার ৭০৪ জন। ৩ দশমিক ৫ থেকে ৪-এর মধ্যে ৮৩ হাজার ১২ জন, ৩ থেকে ৩ দশমিক ৫-এর মধ্যে ১ লাখ ১ হাজার ৯৩২ জন। অপরদিকে শিক্ষা অধিদফতর ও ব্যানবেইসের তথ্য অনুযায়ী সারাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তিযোগ্য কলেজ আছে ২ হাজার ৭৯৪টি। এগুলোর মধ্যে ২৪০টি সরকারি কলেজে আসন আছে ৯২ হাজার ৩৮৬টি। আর ২ হাজার ৭৯৪টি বেসরকারি কলেজে আসন আছে ৩ লাখ ৭০ হাজার ৯১৪টি। আর রাজধানীতে মোট ১৩৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী আছে। এসব কলেজে মোট আসন আছে ৩৯ হাজার ৫১৯টি। এর মধ্যে আবার ভালো মানের ১০টি কলেজে আসন আছে মাত্র ৯ হাজার। আর এই বোর্ডে জিপিএ-৫-ই পেয়েছে ভর্তি : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

ভর্তি : উচ্চ মাধ্যমিকে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সাড়ে ৯ হাজার। তাছাড়া ঢাকা বোর্ডে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৩৯ হাজার ৪১৫ জন। এর মধ্যে জিপিএ-৫ ও জিপিএ-৪ থেকে ৫ এর মধ্যে পেয়েছে ৪৩ হাজার ৮৪৩ জন।

সাধারণত জিপিএ-৫ থেকে ৩ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের শহরাঞ্চলের বিশেষ করে বিভাগীয় শহরের কলেজে ভর্তির জন্য ভিড় করতে দেখা যায়। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে সরকার রাজধানীর ভালো কলেজগুলোতে আসন বৃদ্ধি এবং বন্ধ করে দেয়া কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক চালুর প্রক্রিয়া শুরু করে। ঢাকায় ছাত্র এবং ছাত্রীদের জন্য পৃথক দুটি সরকারি স্কুলকে কলেজে উন্নীত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। সে অনুযায়ী গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল এবং শেরেবাংলা নগর গার্লস স্কুলকে কলেজ শাখার কার্যক্রম শুরু করতে বলে দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। জানা গেছে, সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ দুটি প্রতিষ্ঠানে ৫ জুলাই ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মাঝে ফরম বিতরণ চলছে। কলেজের অধ্যক্ষ হাফিজুল ইসলাম বলেন, এবার তারা বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ১৫০ জন করে ভর্তি করবেন। আগামী ১৪ জুলাই পর্যন্ত ফরম বিতরণ চলবে। ২১ জুলাইয়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে ভর্তি কার্যক্রম। এরপর সরকার নির্দেশিত ১ আগস্টই ক্লাস শুরু হবে। একই সিডিউল অনুযায়ী শেরেবাংলা নগর সরকারি গার্লস স্কুল এন্ড কলেজেও ভর্তি কার্যক্রম চলছে বলে জানা গেছে।

গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক আবদুল মান্নান বলেন, স্কুলে এমনিতেই শিক্ষক সংকট রয়েছে। তার ওপর কলেজ শাখা খোলার কারণে সার্বিক শিক্ষার মানে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিষয়টির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন কলেজের অধ্যক্ষ হাফিজুল ইসলাম। তিনি বলেন, শিক্ষার মান, অক্ষুণ্ণ রাখার সর্বোচ্চ ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি জানান, যেহেতু পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, তাই প্রতিটি বিষয়ের জন্য সরকারের কাছে একজন করে শিক্ষক চাওয়া হয়েছে। অন্য সব সরকারি স্কুল থেকে যারা উচ্চতর ডিগ্রিধারী তাদের এই কলেজ শাখার জন্য নিয়ে আসা হবে। বাকি প্রয়োজন স্কুল শাখার শিক্ষকদের নিয়ে পরিকল্পিতভাবে পূরণ করা হবে।

এদিকে ঢাকার ইডেন, তিতুমীর, বাঙলাসহ যেসব কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক তুলে দেয়া হয়েছে যেসব কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক খোলার আহ্বানে সাড়া মেলেনি বলে জানা গেছে। ইডেন কলেজের অধ্যক্ষ জানান, তার কলেজে শ্রেণীকক্ষ, ল্যাবরেটরি এবং শিক্ষক সংকট প্রকট। এতগুলো সমস্যা সামনে রেখে উচ্চ মাধ্যমিক খোলা সম্ভব নয়।

ঢাকা কলেজ নিয়ে সুধী মহলে আগ্রহ থাকলেও তারা আসন বৃদ্ধির ব্যাপারে সরকারকে নেতিবাচক মতামত জানিয়ে দিয়েছেন বলে জানা গেছে। অধ্যক্ষ অধ্যাপক মরিয়াম বেগম বলেন, আসন বাড়ানো সম্ভব নয়। তিনি সরকারকে পরামর্শ দিয়ে বলেন, মানসম্মত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা দিতে হলে সরকারের নটর ডেম কলেজের মতো কলেজ প্রতিষ্ঠা দরকার। যেখানে শুধু উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা দেয়া হবে। প্রয়োজনে নটর ডেমের মতো ১১টি শাখা খোলা দরকার।

ঢাকা সিটি কলেজে এবার শুধু ব্যবসায় প্রশাসন শাখায় ৩৫৬টি আসন বাড়ানো হচ্ছে। বিজ্ঞান বা মানবিকে এখনই আসন বাড়ছে না বলে জানালেন অধ্যক্ষ হাফিজউদ্দিন। তিনি জানান, তার কলেজে ব্যবসায় প্রশাসনে অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ের ক্লাস চালু রয়েছে। রয়েছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক। যে কারণে এই শাখায় আসন বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহানআরা বেগম জানান, বিজ্ঞানে ৫০ জন এবং অন্যান্য শাখায় কিছু কিছু আসন বাড়ানোর চিন্তাভাবনা তাদের রয়েছে। এ কলেজে এবার বিজ্ঞানে ৪৩০, মানবিকে ২৫০ এবং ব্যবসায় শিক্ষায় ৪৩৫ জন ভর্তি করা হবে বলে তিনি জানান।

দেশে ভালো মানের স্কুল ও কলেজের সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে বিগত, সরকারের আমলে সারাদেশে ১০টি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাসের সুবিধা রেখে স্থাপিত ওইসব মডেল স্কুলে চলতি বছর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থী ভর্তি করার কথা ছিল। এই দশটির মধ্যে তিনটিই ঢাকায় অবস্থিত। বাকি ৭টি ছয়টি বিভাগীয় শহরে অবস্থিত। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই দশটিতে এবার উচ্চ মাধ্যমিকে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এসব কলেজের প্রতিটিতে এবার বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা— এই তিন শাখায় ১৬০ জন করে মোট ৪৮০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। যদিও অংকের হিসাবে দশটি কলেজে ৪ হাজার ৮শ' আসন বাড়ছে, কিন্তু তাতে সমস্যার খুব একটা সমাধান হচ্ছে না।

ঢাকার কোন কলেজে কত আসন

ঢাকার কলেজগুলোর মধ্যে ভালো মানের কলেজ হিসেবে পরিচিত নটর ডেম কলেজে ২ হাজার ১৪০টি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজে ৯৯০টি, আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে ৬৫০টি, ঢাকা কলেজে ১ হাজার ১০০টি, হলিক্রস কলেজে ৪৯০টি, ঢাকা কমার্স কলেজে ৯০০টি, সরকারি বিজ্ঞান কলেজে ৪৭৫টি, বদরুন্নেছা কলেজে ৮২০টি, ঢাকা সিটি কলেজে ১ হাজার ১৮০টি, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে ৪৫৫টি আসন আছে। এছাড়া লালমাটিয়া গার্লস কলেজে ৬১৫টি, মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজে ৬৫০টি, ঢাকা বিজ্ঞান কলেজে ৩৭০টি, বিএএফ শাহীন কলেজে ৬০৬টি, তেজগাঁও কলেজে ৪০২টি, শেখ বোরহানউদ্দিন কলেজে ১৯৯টি, রাইফেলস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজে ৫৬৫টি, অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজে ১৯৮টি, সরকারি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে ১৪০টি, নবকুমার ইন্সটিটিউশনে ১০০টি, এসওএস হারম্যান মেইনার স্কুল এন্ড কলেজে ১০৩টি, সরকারি বাঙলা কলেজে ৯৭২টি, মোহাম্মদপু[র] কেন্দ্রীয় ইউনিভার্সিটি কলেজে ২০৭[টি], মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি গার্লস স্কুল ও কলেজে ২০৯টি, সেন্ট যোসেফ স্কুল [ও] কলেজে ৩৪টি, নিউ মডেল ডিগ্রি কলে[জে] ২১৪টি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল [ও] কলেজে ৬০টি, সিদ্ধেশ্বরী কলেজে ৬০[...] সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজে ৬৫১টি, শেরে[বাংলা] বালিকা স্কুল এন্ড কলেজে ৩০৯টি, সর[কারি] সোহরাওয়ার্দী কলেজে ১ হাজার ৪৮৫টি ও মহানগর মহিলা কলেজে ৫১৪টি আসন রয়ে[ছে বলে] জানা গেছে, এসব কলেজে বর্তমানে কার্যক্রম চলছে। চলতি মাসের ২৬ তারি[খের] মধ্যে প্রায় সব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কার্যক্রম [শেষ] করার তোড়জোড় চলছে।